সংলগ্নী-ক

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

পরিবহন ভবন

২১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

বিআরটিসির বাস ইজারা নীতিমালা-২০০৭

যেহেতু, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, সময়ের পরিবর্তনে সরকারী-ব্যক্তিমালিকানার যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) বাস পরিচালনার সুযোগ রয়েছে, যেহেতু সরকারী-ব্যক্তিমালিকানার যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে এ সুযোগকে আরো বিস্তৃত করার অবকাশ রয়েছে যেহেতু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ইজারা প্রক্রিয়া, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক করার স্বার্থে ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালার কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন, বিয়োজন, পরিমার্জন প্রয়োজন ।

সেহেতু পূর্বের নীতিমালা রহিতক্রমে কর্পোরেশনের বাস ইজারা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নের নীতিমালা জারী করা হলো ঃ-

১। ক) এই নীতিমালা "বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন বাস দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৭" নামে অভিহিত হবে।

খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর পর্ষদ যে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন সে তারিখ থেকে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা ঃ
এ নীতিমালার আওতায়

(১) কর্পোরেশন বলতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনকে বুঝাবে;

(২) 'চেয়ারম্যান' বলতে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যানকে বুঝাবে

(৩) 'বাস' বলতে কর্পোরেশনের আওতাধীন/মালিকানাধীন বাস বুঝাবে ।

(৪) 'ইজারা' বলতে, কর্পোরেশনের কোন বাসকে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে, অগ্রীম বা জামানত গ্রহণ করে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদান বুঝাবে

(৫) এই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয় নাই এমন কোন সংজ্ঞা The Bangladesh Road Transport Ordinance, 1961 (Ordinance VII of 1961) বর্ণিত সংজ্ঞার অনুরূপ হবে

৩। ইজারা গ্রহীতার যোগ্যতা ঃ

ক) ইজারা গ্রহনে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অভিজ্ঞ পরিবহন ব্যবসায়ী হতে হবে। তার আয়কর প্রদানের TIN নম্বর থাকতে হবে এবং ইজারা গ্রহনে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা অংশীদারগণকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

খ, বাস পরিচালনার জন্য তার নিকট ন্যূনতম একজন মেকানিক ও বাসপ্রতি লাইসেন্সপ্রাপ্ত দুইজন ড্রাইভার, দুইজন হেলপারসহ দক্ষ লোকবল থাকতে হবে

গ) ১০ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নিজ মালিকানাধীন বা চুক্তিবদ্ধ মেরামত কারখানা/ওয়ার্কশপ-এর সুবিধা বিদ্যমান থাকতে হবে যা বিআরটিসি কর্তৃক যাচাই করা হবে।

ঘ) ইজারা গ্রহনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে টিআইএন নম্বর, পরিবহন ব্যবসা প্রমাণের সপক্ষে ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে

৪। ইজারা পদ্ধতি ঃ

(১) ২টি বহুল প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হবে। আন্তর্জাতিক ইজারার ক্ষেত্রে ২টি ইংরেজী সংবাদপত্র সহ ৪টি সংবাদপত্রে এবং ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।

(২) জামানত ঃ

ক) বাসের বয়স সংগ্রহের তারিখ হতে ০১দিন- ০১ বছর পর্যন্ত সংগ্রহ মূল্যের ২০% হারে। ০১ বছর ০১ দিন হতে অনুর্ধ ০২ বছর পর্যন্ত সংগ্রহ মূল্যের ১৫% হারে। ০২ বছর ০১ দিন হতে অনুর্ধ ০৩ বছর পর্যন্ত সংগ্রহ মূল্যের ১০% হারে। ০৩ বছর ০১ দিন হতে অনুর্ধ ০৪ বছর পর্যন্ত সংগ্রহ মূল্যের ৮% হারে। ০৪ বছর ০১ দিন হতে অনুর্ধ ০৫ বছর পর্যন্ত সংগ্রহ মূল্যের ৫% হারে। ০৫ বছর ০১ দিন হতে তদুর্ধ সময়ের জন্য বাসটির রিজার্ভ মূল্যের ২৫% হারে।

খ) তবে শর্ত থাকে যে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক মেরামতকৃত ব্যয় ভবিষ্যত সমন্বয় যোগ্য নহে এ রকম ভারী মেরামতাধীন বাসগুলোর জামানত ন্যূনতম ৫০,০০০/- টাকা হতে হবে।

(৩) চুক্তিপত্র সম্পাদনের দিন হতে লীজের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বৎসর। ইজারার সফল সমাপ্তির পর ৩ (তিন) বৎসর বৃদ্ধি করা যাবে।

(৪) ইজারার প্রদেয় টাকা কোন অবস্থাতেই কোন কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না এবং যে কোন রকমের কিস্তির আবেদন চুক্তিভঙ্গের শামিল বলে গন্য হবে।

(৫) মেয়াদ উত্তীর্ন হবার পর উভয়পক্ষ বাসগুলির বর্তমান অবস্থা নিরুপন করে বাসগুলির সার্বিক অবস্থা উন্নত করে পুনঃ ইজারা প্রদান করতে পারবে।

(৬) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিআরটিসি বাস ফেরৎ নিয়ে নিজ খরচে মেরামত করে পুনঃ লীজে/নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করতে পারবেন।

(৭) মেয়াদকাল অতিবাহিত হবার ২ মাস (৬০ দিন) পূর্বে প্রতিটি বাসের বর্তমান অবস্থার বাস্তব ইনভেন্টরী যৌথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তা না করা হলে গাড়ীর ক্ষতি ও মেরামত খরচ ইজারা গ্রহীতাকে এককভাবে বহন করতে হবে। গাড়ীর কোন যন্ত্রাংশ ক্যানাভ্যালাইজেশন করা যাবে না। অর্থাৎ এক গাড়ীর যন্ত্রাংশ অন্য গাড়ীতে সংযোজন বা কোন যন্ত্রাংশ খোলা বা প্রতিস্থাপন করা যাবে না। ভারী মেরামতের প্রয়োজন হলে বিআরটিসি ডিপোর কারিগরী প্রধানের গোচরে এনে করতে হবে। না করা হলে দোষী হিসাবে ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে সরকারী নিয়মে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

(৮) কারিগরী ভাবে সঠিক বলে বিবেচিত প্রত্যেক গাড়ীর এ্যাসেট বুক অব একাউন্টস, বুক ভ্যালু থাকবে যা ডিপো এবং প্রধান কার্যালয় কর্তৃক রক্ষনাবেক্ষন করা হবে। এক সঙ্গে সর্বনিম্ন ৫টি বাস ইজারা প্রদান করা যাবে।

৫ ইজারার জন্য টেন্ডার আহবান ঃ

কর্পোরেশন প্রয়োজন মনে করলে নিম্নে বর্ণিত ক্যাটাগরীর গাড়ী ইজারা প্রদানের জন্য টেন্ডার আহবান করতে পারেনঃ-

(ক) ব্যয়সাধ্য ভারী মেরামত যোগ্য গাড়ী।

(খ) ব্যয়সাধ্য অথচ ভারী মেরামত যোগ্য নয় এমন গাড়ী

(গ) ব্যয়সাধ্য সাধারন মেরামত যোগ্য গাড়ী

উপরেবর্ণিত শ্রেণীর গাড়ী ''যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থার ভিত্তিতে টেন্ডারে'' প্রদানের পূর্বে কর্পোরেশনের কারিগরী বিভাগ থেকে টেকনিক্যাল সার্ভে করতে হবে এবং অর্থ বিভাগে আর্থিক মূল্যায়ন হবে। ০৫ বৎসরের নিম্নের কোন গাড়ীকে উপরোক্ত ক্যাটাগরীর অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না, তবে হলে সেক্ষেত্রে সরকারী যানবাহন মেরামত কারখানা এবং বিআরটিসি'র যৌথ ইনভেন্টরী থাকতে হবে।

ইজারা গ্রহীতা গাড়ী বরাদ্দ প্রাপ্তির পর নিজ খরচে সচল করবে। এ জন্য ব্যয়িত অর্থ জামানত কিংবা রাজস্বের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না।

বাসের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতার। এ ব্যাপারে সরকারী সহায়তার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিআরটিসি সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭। বাস ইজারায় পরিচালনার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলে ইজারা গ্রহীতাকে ০৭ দিনের মধ্যে বরাদ্দ আদেশ প্রদান করতে হবে এবং গাড়ী নিয়ন্ত্রনকারী ডিপোর ম্যানেজার বা তার পক্ষে উপযুক্ত কর্মকর্তার সঙ্গে ১৫০/- টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারাগ্রহীতা ০৭ দিনের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদনে ব্যর্থ হলে তার ইজারার জন্য লেটার অব ইনটেন্ড বা বরাদ্দ আদেশ বাতিল করা হবে।

৮। ইজারাকৃত গাড়ী ডেলিভারী নেয়ার সময় ইজারা গ্রহীতা ১৫ দিনের অগ্রিম রাজস্ব কর্পোরেশন বরাবরে জমা করবেন এবং ০৭ দিন অতিক্রম হবার পর পুনরায় ০৭ দিনের রাজস্ব জমা করবেন এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রতি ০৭ দিন অন্তর রাজস্ব জমা করবেন।

৯। দুর্ঘটনা, হরতাল বা অন্য কোন কারনে বাস বন্ধ থাকলে ডিপো ম্যানেজারের কাছ থেকে লিখিত প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে এবং এর একটি কপি প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হবে যা নির্ধারিত রেজিষ্ট্রারে এন্ট্রি হবে। লীজির নিকট কোন অবস্থাতেই রাজস্বের টাকা বকেয়া রাখা যাবে না এবং কোন ক্ষেত্রে রাজস্বের টাকা বকেয়া থাকলে তা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে এবং এ কারণে কর্পোরেশন কোন নোটিশ ছাড়াই ইজারাকৃত বাস আটক করতে পারবে। এরূপভাবে আটককৃত কোন বাস বসে থাকলে আটক থাকাকালীন সময়ের নির্ধারিত রাজস্ব (অর্থ) ইজারা গ্রহিতাকে পরিশোধ করতে হবে।

১০। টাকা জমাদানে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং ইজারাগ্রহীতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। ইজারা বাতিল করা না হলে ইজারা চলাকালীন সময় "রাজস্ব সমন্বয়" হিসেবে বকেয়া রাজস্বের সাথে নিরাপত্তা জামানতের সমন্বয় করা যাবে না।

তবে কর্পোরেশনের অর্থ আদায়ের স্বার্থে ডেপ্রিসিয়েশন/অবচয় বা অন্য কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি বাবদ প্রাপ্য দাবীর সাথে নিরাপত্তা জামানত সমন্বয় করা যাবে।

১২। বাস ইজারা বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ইজারা গ্রহীতাকে বাসের জন্য নির্ধারণকৃত দৈনিক দেয় রাজস্বের টাকা নিয়ন্ত্রনকারী ডিপোতে ধারাবাহিকভাবে অগ্রিম জমা করে বাস পরিচালনা করতে হবে।

১৩। বাসের জ্বালানী খরচ, চালক ও অন্যান্য লোকবলসহ যাবতীয় মেরামত ব্যয় ইজারা গ্রহীতা বহন করবে। চালক ও কারিগর নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব ট্রেডে বিআরটিসি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে নিয়ম মোতাবেক কৃতকার্য হতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে বিআরটিসি একতরফাভাবে ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা রাখবে।

১৪। বাস রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতের দায়-দায়িত্ব ইজারাগ্রহীতার। বাস মেরামতাধীন থাকলে কিংবা দুর্ঘটনা বা অন্য কারনে বসা থাকলে নির্ধারিত রিবেট দিনগুলি ছাড়া বাস রাস্তায় চালু না হওয়া অবধি দিন গুলির জন্য দেয় রাজস্বের টাকা যথারীতি পরিশোধ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে বাস Off road থাকলে তার তারিখ তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যয়নসহ ডিপো ম্যানেজার প্রদান করবেন এবং On road হবার তারিখ ও যাচাই করে প্রত্যয়ন করবেন। বাস Off road ও On road হওয়ার তারিখ ও সময় প্রধান কার্যালয়কে তাৎক্ষনিকভাবে অবহিত করতে হবে যা প্রধান কার্যালয়ের নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে এন্ট্রি হবে।

১৫। বাসে ইজারা পরিচালনাকালে সংঘটিত যে কোন দুর্ঘটনা ও এতদসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব ইজারাগ্রহীতার উপর বর্তাবে। কোন বাস দুর্ঘটনায় পতিত হলে ইজারা গ্রহীতাকে তাৎক্ষনিকভাবে বিআরটিসি'র সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে অবহিত করতে হবে।

বাসগুলি সার্বক্ষনিকভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। রাস্তায় বাস অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া গেলে ইজারগ্রহীতাকে জরিমানা করা হবে। জরিমানার পরিমান বিআরটিসিকে প্রদেয় দৈনিক রাজস্বের সমপরিমান হবে।

১৭। কোন বাস তৃতীয় কোন পক্ষকে ইজারা দেয়া যাবে না। এ ধরণের অভিযোগ প্রমানিত হলে জরিমানা ও ইজারা বাতিলসহ ইজারগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রতারনার দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৮। বিআরটিসির অনুমতি ব্যতিরেকে নির্ধারিত রুট ব্যতীত অন্য কোন রুটে বাস পরিচালনা করা যাবে না।

১৯। ইজারাকৃত বাসের জন্য (নতুন রুট) একবারীন ০৩ দিন ট্রায়াল রান ও মাসিক গ্রেস পিরিয়ড ০৩ দিন প্রদান করা হবে (রাজস্বের ক্ষেত্রে)। এ সময়ে লীজিকে যথাযথভাবে বাসের প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্স করতে হবে এবং লগ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। লগ বই বিআরটিসির লগ বইয়ের অনুরূপ হতে হবে। লগবই বিআরটিসি থেকে সরবরাহ করা হবে যা লীজিগন নগদ মূল্যে ডিপো থেকে সংগ্রহ করবেন।

২০। হরতাল/অবরোধ ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচী, দুর্ঘটনা, ভারী মেরামত ব্যতীত গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ব্যতীত একাধিক্রমে ০৭ দিনের বেশী গাড়ী বসা থাকলে ডিপো ম্যানেজার ০৭ দিনের নোটিশ দিয়ে ইজারা বাতিল করতে পারবে। কোন ইজারা গ্রহীতার একটি ইজারা বাতিলের নোটিশ জারী থেকে পরবর্তী ০৬ মাসের মধ্যে পুনরায় কোন কারণে বাতিল নোটিশ দিলে অথবা এক বছর ০২ বারের বেশী নোটিশ দিলে ইজারা পুনরুজ্জীবন করা যাবে না। লীজের প্রত্যেক গাড়ীর রাজস্বের পরিমান, জামানত গাড়ীর বুক ভ্যালুর উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করতে হবে।

রাজস্ব বকেয়ার কারণে ডিপো কর্তৃক বাস আটক করা হলে এবং পরবর্তীতে পুনরায় ইজারা গ্রহণ করতে হলে আটককৃত বাসের রাজস্ব ইজারাগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।

২১। বাসের যাবতীয় তৈল-টায়ার/ জেনা ভাড়া ইজারা গ্রহীতা বহন করবে।

২২। রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অন্য কোন কারণে বা তার আগে পরে চলমান বাসের কোন ক্ষতি হয় সে ক্ষেত্রে বিআরটিসি কোন ক্ষতিপূরন প্রদান করবে না। এর দায়-দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে। এ সময়ে কোন যাত্রীর মৃত্যু বা আহত হলে বিআরটিসির প্রচলিত নিয়মে প্রদেয় আর্থিক সাহায্য ইজারা গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

২৩। পূর্নদিবস (জাতীয় ও আঞ্চলিক) ধর্মঘট বা হরতালে যদি বাস চালানো না হয় কেবলমাত্র ঐদিনের পূর্ন রাজস্ব ডিপো কর্তৃক রেকর্ড সংরক্ষণ করে মওকুফ হবে এবং অর্ধদিবস হরতালের জন্য অর্ধেক রাজস্ব মওকুফ হবে। এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র ফ্যাক্সযোগে পরিচালক (প্রশাসন) বরাবরে প্রেরন করতে হবে যা রেজিষ্টারে এন্ট্রি করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ে এ সংক্রান্ত এন্ট্রি ব্যতীত কোন রাজস্ব মওকুফ করা হবেনা।

২৪। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বাস রিকুইজিশন করা হলে উপযুক্ত প্রমানপত্র দাখিল সাপেক্ষে রাজস্ব মওকুফ হবে। তবে ডিপো কর্তৃপক্ষ প্রমানসহ যথাযথ নিয়মে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে বিল আদায়ের ব্যবস্থা নেবেন।

২৫। বাসে কোন দাঁড়ানো যাত্রী বহন করা যাবে না। পিক সময়ে শহর সার্ভিসে এর ব্যতায় হতে পারে।

২৬। বাসের রেজিষ্ট্রেশন ব্যয়, অনুমিত আয়ান্দ, রোড ট্যাক্স ও ফিটনেস ফি ইজারা গ্রহীতাকে প্রদান করতে হবে না। তবে ইজারা চলাকালীন সময়ে বাসের ফিটনেস গ্রহনের সুবিধার্থে ইজারা গ্রহীতাকে নিজ ব্যয়ে বাস ফিটনেস উপযোগী করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ফিটনেস করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফিটনেসের জন্য ব্যয়িত সময়ের বা দিনের রাজস্বের টাকা মওকুফ হবে না। বিলম্বে ফিটনেস গ্রহনের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম মোতাবেক ধার্যকৃত অতিরিক্ত ব্যয় লীজিকে বহন করতে হবে।

কেবলমাত্র বিআরটিসি কর্তৃক মুদ্রিত টিকেট ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বাসে ব্যবহার করতে হবে। ইজারাগ্রহীতাগন বিআরটিসি হতে নির্ধারিত মূল্যে এ টিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন। তারা নিজেদের উদ্যোগে কোন টিকেট ছাপাতে পারবেন না। বাসে প্রকাশ্য স্থানে ভাড়ার চার্ট প্রদর্শিত হতে হবে।

২৮। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ডিপো হতে বাস বের করে নির্ধারিত রুটে চলাতে হবে এবং রাত ১১.০০ টার মধ্যে ডিপোতে বাস প্রবেশ করাতে হবে। নং রুটে চালিত বাসের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না। সকল বাস অপারেশনাল কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট ডিপোতে আনতে হবে। কোনক্রমেই বাস রাস্তায় বা বিআরটিসির অগোচরে অন্য কোন জায়গায় রাখা যাবে না। অন্যত্র গাড়ী রাখতে হলে ঐ গাড়ীর ইজারা বাতিল করা হবে। ডিপোতে জায়গার সংকুলান না হলে বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের সাথে আলাপ করে সমাধান করতে হবে।

২৯। যান্ত্রিক গোলযোগের কারনে ডিপো হতে বাস বের করা সম্ভব না হলে এর দায়-দায়িত্ব ইজারাগ্রহীতাকে বহন করতে হবে। রাস্তায় বা ডিপোতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে বাস বসা থাকলে রাজস্বের টাকা মওকুফ হবে না।

৩০। যাত্রীর নিকট হতে নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত কোন টাকা আদায় করা যাবে না। ভাড়া বিআরটিসি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩১। বাসের টিকেট বা বডিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের স্বত্ব কেবল মাত্র বিআরটিসি সংরক্ষন করবে।

৩২। বাসে কোন বেআইনী/অবৈধ মালামাল বহন করা যাবে না। এর ব্যতিক্রম হলে ইজারা বাতিলসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষতির অর্থ ইজারাগ্রহীতা থেকে আদায় করা হবে।

৩৩। যে কোন দুর্ঘটনায় গাড়ীর ও যাত্রীদের জানমালের ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতা বহন করবে।

৩৪। সরকার অথবা বিআরটিসির প্রয়োজনে বর্ণিত শর্তসমূহ বিআরটিসি পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

৩৫। বাসের প্রয়োজনীয় মেরামত/ সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা বিআরটিসি ডিপো/মেরামত কারখানার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং বা অনুরূপ ভারী কাজের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ডিপো কর্তৃক ধার্যকৃত টাকা ইজারা গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে। দিনের শেষে গাড়ী ওয়াশিং এর ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার বাবদ খরচের টাকা ডিপো এবং লীজি যৌথভাবে হিসাব করে ইজারা গ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করতে হবে। গাড়ী ডিপোর অভ্যন্তরে নিরাপদে রাখার জন্য এবং প্রয়োজনীয় মেরামত-রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ডিপোর জায়গা ব্যবহার করা হবে বিধায় গাড়ী প্রতি দৈনিক পার্কিং ফি ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে ইজারা গ্রহীতাকে পরিশোধ করতে হবে।

৩৬। ইজারার মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বে ইজারা গ্রহীতা বাস ফেরৎ দিলে অথবা চুক্তি ভংগের কারনে ইজারা বাতিল হলে পরিচালনার সময় কালের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত হারে অবচয়/ক্ষয়-ক্ষতি ধার্য হবে।

(ক) ৬(ছয়) মাস অথবা তার কম সময়ের জন্য ১,০০০০০ (এক লক্ষ) টাকা

(খ) পরবর্তী ৩(তিন) বৎসর পর্যন্ত প্রতি ছয় মাস সময়ের জন্য ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা

(গ) ৩ বৎসর এবং ঊর্ধ্ব সময়ের জন্য ইনভেন্ট্রি অনুযায়ী ক্ষতির অর্থ আদায় যোগ্য হবে

এখানে উল্লেখ্য যে, ইজারার মেয়াদকাল যাই হোক না কেন বিআরটিসি-র বহরে বাস সংযুক্তের তারিখ হতে অবচয় গননা করা হবে। ইজারার মেয়াদকাল শেষ হওয়ার পূর্বে ইজারাগ্রহীতা বাস ফেরৎ দিতে চাইলে অথবা ইজারা চুক্তির শর্ত ভংগের কারণে ইজারা বাতিল হলে যৌথ ইনভেন্ট্রির মাধ্যমে বাস নিয়ন্ত্রনকারী ডিপোকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ইনভেন্ট্রী অনুযায়ী স্বাভাবিক ক্ষয় বাদে ক্ষতির টাকা ইজারাগ্রহীতার নিকট থেকে আদায়যোগ্য। ইজারা বাতিলজনিত কারণে আদায়যোগ্য জরিমানা এবং যৌথ ইনভেন্ট্রী অনুযায়ী আদায়যোগ্য স্বাভাবিক ক্ষয় বাদে ক্ষতির টাকার মধ্যে যা অধিক হবে তাহা ইজারাগ্রহীতার জামানত হতে কর্তন করা হবে। জামানতে সংকুলান না হলে নিরূপিত অর্থ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩৭। যে সকল বাসের বয়স ১৩ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে সে সকল বাস ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অবচয় বাবদে কোন অর্থ কর্তন করা যাবে না ; তবে বাসের ক্ষতি বাবদ অর্থ আদায় করা যাবে।

৩৮। বিআরটিসির কারিগরী বিভাগ কর্তৃক দেয়া সিডিউল মোতাবেক ইঞ্জিনওয়েল বদলী ও গ্রীজিং বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে এবং লগ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ইঞ্জিনওয়েল/লুবওয়েল বিআরটিসির কারিগরী বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত মানের মালামাল ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

৩৯। বাসের সঠিক অবস্থা সরজমিনে পরিদর্শনে বিআরটিসি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তা প্রদান করতে হবে ; ব্যর্থতায় ইজারা বাতিলসহ আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতাকে বহন করতে হবে। প্রতি মাসে ডিপোতে ইজারা গ্রহীতা নিজ খরচে গাড়ী সার্ভিসিং করিয়ে ডিপো ম্যানেজার প্রত্যয়ন গ্রহণ করে ডিজিএম (অপাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে এ সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি করতে হবে।

৪০। প্রতি বছরে ন্যূনপক্ষে (স্বাভাবিক ক্ষেত্রে) একবার শীত মৌসুমে প্রতিটি বাসের ডেন্টিং, পেইন্টিং সিট কভার ও অভ্যন্তরীন সাজসজ্জা পরিবর্তন এবং প্রয়োজনীয় মেরামত/সার্ভিসিং নিজ খরচে সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। ইজারা গ্রহীতা কারিগরী বিভাগ থেকে প্রত্যয়ন গ্রহন করতে হবে। ব্যর্থতায় নিয়ম মোতাবেক ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

৪১ ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক কোন শর্তের বরখেলাপ করা হলে ইজারা বাতিলসহ যে কোন সময় বাস কর্পোরেশনের হেফাজতে নেয়া হবে।

৪২। বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ কোন রুটে কী পরিমান গাড়ীর প্রয়োজন তা নিরূপন করবে এবং রুটের চাহিদা অনুসারে এক বা একাধিক ইজারা গ্রহীতাকে প্রতিষ্ঠানকে গাড়ী বরাদ্দ করতে পারবে।

৪৩। ইজারায় পরিচালিত বিআরটিসির যে সকল বাসের চালক/ড্রাইভার ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক হবে তাদের নিয়োগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ডিপো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের যোগ্যতা (ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফিটনেস) সম্পর্কে তথ্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং তাদেরকে ডিপো ম্যানেজার এর নিকট হতে অনাপত্তি গ্রহন করে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৪৪। গাড়ীর যন্ত্রাংশ,টায়ার ও ফিটিংস বিআরটিসির প্রদত্ত নমুনা ও মানের হতে হবে, যার ধরন কারিগরী বিভাগ হতে গাড়ী পরিচালনার শুরুতেই প্রত্যেক ইজারা গ্রহীতাকে সংগ্রহ করতে হবে। বিআরটিসির কারিগরী দল ইন্সপেকশনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করবে।

৪৫। প্রত্যেক দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা গ্রহীতা বিআরটিসির নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠাতে হবে।

৪৬। কোন কারণে বিআরটিসির ইজারা গ্রহীতা চুক্তি বাতিল করতে ইচ্ছাপোষন করলে তা কমপক্ষে ০১ (এক) মাসের নোটিশ দিয়ে যথানিয়মে করতে পারবেন।

৪৭। ভাংগা সীট ও ছেঁড়া কভারসহ অপরিচ্ছন্ন-অপরিচ্ছন্ন এবং দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বা রং উঠা বাস রাস্তায় চলাচল করা যাবেনা। সীট কভার প্রতিদিন পরিবর্তন করে পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা হবে।

৪৮। কোনক্রমেই নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া দাবী/আদায় করা যাবে না।

৪৯। নির্ধারিত স্টপেজ ব্যতীত যত্রতত্র যাত্রী উঠানো/ নামানো যাবে না।

৫০। বৃদ্ধ, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের আসন নিশ্চিত করা সহ বাসে উঠা-নামার সময় সর্বাত্মক সহায়তা করতে হবে।

ইউনিফরম ব্যতীত কোন চালক/কন্ডাক্টর বাস/ট্রাকে ডিউটি করতে পারবে না। এ বিষয়টি ডিপো ম্যানেজার/ইনচার্জ নিশ্চিত করবেন।

৫২। রাস্তায় নির্ধারিত গতি সীমার (স্পীড লিমিট) অতিরিক্ত গতিতে বাস/ট্রাক চালানো যাবে না।

৫৩। বাস/ ট্রাক রাস্তায় বের করার পূর্বে পর্যাপ্ত মবিল, জ্বালানী, ব্যাটারী ইত্যাদিসহ যান্ত্রিক ত্রুটি সম্পর্কে কারিগরী বিভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

৫৪। শ্রমজীবি মহিলা বাস সার্ভিস মহিলাদের ট্রিপ ও নির্ধারিত সময়ে পুরুষ যাত্রী বহন করা যাবে না।

৫৫। অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং অগ্নি কান্ডের সকল দায়দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতা গ্রহণ করবে।

৫৬। পবিত্র রমজানে লং রুটের যাত্রীদের ইফতারের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হবে।

৫৭। প্রাকৃতিক দূর্যোগ অথবা ভারী মেরামত ইত্যাদি যে কোন কারনে বাস চলাচল না করলেও বিআরটিসিকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করতে হবে। তবে নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা অন্য কোন বিপর্যয়-দৈহিক কারনে কোন নির্দিষ্ট সময় বা কাল পর্যন্ত গাড়ী চলাচল বিঘ্নিত হলে সম্পূর্ণ/আংশিক সময়ের রাজস্ব অব্যাহতির ব্যাপারে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষের নেয়া সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

৫৮। কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে উত্তরাধিকার ব্যতিরেকে ইজারাকৃত গাড়ীর হস্তান্তর (৩য় পক্ষের নিকট) সাধারনতঃ গ্রহনযোগ্য হবে না। তবে যদি ৩য় পক্ষ বাসের অবচয়/ক্ষতি অর্থাৎ দায়-দেনা সহ বকেয়া রাজস্ব (যদি থাকে) সহ অন্ততঃ ১৫দিনের অগ্রিম রাজস্ব প্রদানে সম্মত থাকে (এবং এ মর্মে ২য় পক্ষ ও ৩য় পক্ষের মধ্যে ১৫০/- টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে সম্পাদিত চুক্তি থাকতে হবে) এবং মূল ইজারা গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত কর্পোরেশনের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির শর্তাবলী মেনে নেয় তবে কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় ৩য় পক্ষের নিকট ইজারা বরাদ্দ দিতে পারবে এবং এ বিষয়ে পর্ষদকে অবহিত করতে হবে।

৫৯। উভয় পক্ষের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ/মত পার্থক্য দেখা দিলে অথবা এবাও অত্যাবশ্যক রাজস্ব মওকুফের বিষয়টি দেশের প্রচলিত/বিদ্যমান আইনের আওতায় নিষ্পত্তি করা হইবে।

৬০। কর্তৃপক্ষ যৌক্তিক প্রয়োজনে নীতিমালায় বিধৃত যে কোন শর্ত পরিবর্তন/সংযোজন করতে পারবেন।

৬১। যে কোন ইজারা বোর্ড যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৬২। ইজারা বাতিলঃ

উপরে বর্ণিত যে কোন একটি শর্ত ভংগ করলে কর্পোরেশন ইজারা বাতিল করতে পারবে।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

উপ-মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)
বিআরটিসি